প্রথম আলো

তারিখ 28 FEB ২০১৫
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

এসএসসির প্রশ্নপত্রে ভুল

জবাবদিহি কোথায়?

চলমান মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষায় ঢাকা, যশোর, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বোর্ডের বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নপত্রে ভুলের ছড়াছড়ির খবরে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে, তা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা দরকার। উদ্বিগ্ন পরীক্ষার্থীদের শঙ্কা, ভুলের কারণে তারা নম্বর কম পেতে পারে, কেউ কেউ ফেলও করতে পারে।

এমন উদ্বেগের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও যশোর বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকদের আশ্বাস হলো, প্রশ্নপত্রের ভুলের কারণে কোনো পরীক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। এই আশ্বাসও উদ্বেগের বিষয়। কারণ, ভুল প্রশ্নের উত্তর ভুল হলো, না সঠিক হলো, তা যাচাই করার যৌক্তিক উপায় থাকে না। যৌক্তিকভাবে ভুল প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয় না। অন্তত গণিত, পদার্থবিজ্ঞান ইত্যাদি বিজ্ঞানের বিষয়ে ভুল প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের মেধা যাচাই করা সম্ভব নয়। বোর্ডগুলো যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, সব ভুল প্রশ্নের উত্তর সঠিক ধরে নিয়ে সব পরীক্ষার্থীকে নম্বর দেওয়া হবে; 'পরীক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না'—এ আশ্বাসের মর্মকথা যদি এ-ই হয়, তাহলে মেধাবী পরীক্ষার্থীদের প্রতি অবিচার করা হবে।

প্রশ্ন হলো, পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ভুলের সংখ্যা এত বেশি কেন যে সে কারণে পরীক্ষার্থীদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার, এমনকি অকৃতকার্য হওয়ারও আশঙ্কা দেখা দেয়? যেমন যশোর বোর্ডের গণিতের মোট ৪০টি প্রশ্নের মধ্যে ভুল রয়েছে ১১টিতে! ভুলের হার ২৭ শতাংশ! এটা কীভাবে ঘটল? কারা তৈরি করেছেন এই প্রশ্নপত্র? আরও বড় প্রশ্ন হচ্ছে, প্রশ্নপত্রে ভুলের ঘটনা তো এবারই প্রথম ঘটছে না। বছরের পর বছর ধরে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ভুল নিয়ে পরীক্ষার্থীদের মানসিক ভোগান্তির ঘটনা ঘটে চলেছে। এর কি কোনো প্রতিকার নেই? প্রশ্নপত্র যাঁরা তৈরি করেন, যাঁরা সেগুলো যাচাই করেন এবং অনুমোদন দেন, তাঁদের কি কোনো জবাবদিহি নেই?

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সম্পূর্ণভাবে নির্ভুল করতে হবে। ভুলের পুনরাবৃত্তি বন্ধ করতে হলে প্রশ্নপত্র তৈরির দায়িত্ব পালনকারীদের শতভাগ জবাবদিহি নিশ্চিত করা জরুরি। যাঁরা ভুল করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ অবশ্যই নিতে হবে।